যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জাবি ক্যাম্পাসে প্রায় ৩০০ শিশুশ্রমিক

● সানাউল্লাহ সাকিব তনু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েছে শিশুরা। এসব কাজে তাদের অংশগ্রহণ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। শিশুশ্রম বন্ধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার করা হলেও তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটেনি এই ক্যাম্পাসে। জানা গেছে, তিনশতাধিক শিশু শ্রমিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। ক্যাম্পাসে মূলত দুই ধরনের শিশু শ্রমিক লক্ষ্য করা যায়। এরা পরিবারের নিয়ন্ত্রণে থেকে দৈনন্দিন উপার্জনের মাধ্যমে সহায়তা দিয়ে থাকে। এরা সাধারণত চা, বাদাম, সিগারেট বিক্রি করে থাকে। ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী ইসলামনগর, গেরুয়া, আমবাগান, বিশমাইল, কলাবাগান প্রভৃতি অঞ্চলে পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে এরা বসবাস করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সপোর্ট বিভিন্ন অনুষদ ভবন, মেহের চত্বর, ক্যাফেটেরিয়া, টিএসসি, শহীদ মিনার, কেন্দ্রীয় মাঠ এলাকায় এদের চা, বিস্কুট, সিগারেট বিক্রি করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধরনের শিশু শ্রমিকরা হল— মালিকের অধীনে নির্দিষ্ট বেতনভুক্ত কর্মচারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের ক্যান্টিন, খাবার দোকান, পান-সিগারেটের দোকান, শিক্ষক-কর্মকর্তার বাসার কাজে নিয়োজিত থাকে এরা।

৮ বছরের সোহেল ফেরি করে চা বিক্রি করে। চা-সিগারেট বিক্রি করে প্রতিদিন ৫০-৬০ টাকা রোজগার করে। সে স্কুলে যায় এবং বাকি সময়টুকু ফেরি করে চা বিক্রি করে। লাভের সম্পূর্ণ টাকা সে তার মায়ের হাতে তুলে দেয়। ১০ বছরের ছেলে মোসেন আলী। বাবা নেই, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। সে সারাদিন ফেরি করে ৭০-৮০ টাকা রোজগার করে। ওই টাকা দিয়ে সে বাজার নিয়ে যাওয়ার পরই তার ছোট ভাইবোনদের পেটে ভাত যায়। শহীদ সালাম বরকত হলের ক্যান্টিনে পেটেভাতে কাজ করে ৯ বছরের ছেলে নুর আলম। বাড়িতে তার মা-বাবা ভাই-বোন আছে। লেখাপড়া আর ভালো লাগে না, তাই এখানে চলে এসেছে সে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে অনেক সময় না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে সে। এভাবেই দিনের পর দিন চলতে থাকে এদের জীবন। সালাম বরকত হলের সামনে ঠিক সোহেলের মতো কাজ করে ৯-১০ বছরের ছেলে নাফিজ, বাবু, পিন্টু। তারা প্রাপ্য মজুরি ও ভালো ব্যবহারটুকু পায় না। তারা জানায়, মালিক ঠিকমতো বেতন তো দেয়-ই না, উল্টো রয়েছে চাকরি হারানোর ভয়। এছাড়া ভাইয়া-আপুরা গায়ে হাত দিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাদের যে কোন কাজে ব্যবহার করা যায়। এসব সুবিধার জন্যই মালিকরা নিয়োগের ক্ষেত্রে শিশুদের অগ্রাধিকার দেন বলে তারা জানান। হাফহাতার জীর্ণ শার্ট কোন রকম গায়ে দিয়ে যে শিশুটি বেরিয়ে পড়ে জীবিকার সন্ধানে, সে বোঝে না তার কাজের গুরুত্ব। সে জানে মানুষকে কাজ করতে হয় তাই সে কাজ করে। অথচ ৫-৬ সদস্য বা তারও বেশি সদস্যের একটা পরিবারের ঘানি তাকে টানতে হয়। তারপরও এ শিশুরা কখনও মানুষের মর্যাদা পায় না।